"একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
আইন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.motj.gov.bd

স্মারক নং-২৪.০০.০০০০.১২২.০৪.০০২.১৮-২৩৩

তারিখ: ০৫সেপ্টেম্বর, ২০১৭খ্রিষ্টাব্দ।
২১ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

বিষয়ঃ **বাংলাদেশ পাসপোর্ট আইন, ২০১৭ খসড়ার উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত প্রদান প্রসংগে।**

সূত্রঃ ৫৮.০০.০০০০.০৪০.০১.০০২.১১.১৩৮৭, তারিখঃ ১৭/০৭/২০১৭ খিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বহিরাগমন শাখা-১ থেকে প্রাপ্ত **"বাংলাদেশ পাসপোর্ট আইন, ২০১৭"** এর ছায়ালিপি প্রেরণপূর্বক এ বিষয়ে আগামী ১০/০৯/২০১৭ তারিখের মধ্যে নিম্নস্মাক্ষরকারী বরাবর মতমাত প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, ১০/০৯/২০১৭ তারিখের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে মতামত নাই মর্মে গণ্য হবে।

(এস, এম, মাহবুবুল হক)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১৫৫৪৯
ih.law2016@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতাক্রমানুসারে নয়):

০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত), আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পেরেশন,বিটিএমসি ভবন,কাওরানবাজার,ঢাকা।
০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
০৭। পরিচালক, বস্ত্র পরিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৮। পরিচালক, বিএসআরটিআই, রাজশাহী।
০৯। উপপ্রশাসক, আদমজী সন্স লিঃ, মতিঝিল বা/এলাকা, ঢাকা।
১০। লিকুইডেটর, লিকুইডেশন সেল, ৩৫/৫-সি, শান্তিনগর(২য় তলা), পীরসাহেবের গলি, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সংযুক্ত আইনটি পত্রসহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভূক্ত করণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

বাংলাদেশ পাসপোর্ট আইন, ২০১৭

পাসপোর্ট এবং ট্রাভেল ডকুমেন্ট বিষয়ক প্রচলিত আইনসমূহ সুসংহত ও যুগোপযোগীকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু, বাংলাদেশ হইতে বাংলাদেশী নাগরিক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বহির্গমন নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে পাসপোর্ট এবং ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করা এবং উহার সহায়ক অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ে নতুন বিধান প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনসমূহের সুসংহত ও যুগোপযোগীকরণ আবশ্যক;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

০১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তনঃ-

(১) এই আইন বাংলাদেশ পাসপোর্ট আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য তাহাদের অবস্থান নির্বিশেষে প্রয়োগ বা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

০২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "পাসপোর্ট" অর্থ এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত ও ইস্যুকৃত বলিয়া বিবেচিত কোন "পাসপোর্ট" এবং ইহার সহিত এ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশী ভিসাসহ যে কোন দেশের ভিসা কিংবা কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হইতে বহির্গমন কিংবা বাংলাদেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া প্রদত্ত অন্য কোন অনুমতিপত্র, ভিসা বা ট্রাভেল ডকিউমেন্টও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) "পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ" অর্থ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কিংবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা পাসপোর্ট এবং ট্রাভেল ডকিউমেন্ট প্রদান করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কে বুঝাইবে।

(গ) "বহির্গমন" অর্থ, এই শব্দের ভিন্নরূপ ব্যবহারসহ, বাংলাদেশ হইতে নৌ, স্থল বা আকাশ পথে প্রস্থান বুঝাইবে।

(ঘ) "বাংলাদেশের নাগরিক" অর্থ আপাত বলবৎ কোন আইনের অধীন বাংলাদেশের কোন নাগরিক কিংবা নাগরিক বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তি।

(ঙ) "বিদেশী নাগরিক" অর্থ বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের নাগরিক।

(চ) "রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তি" অর্থ বাংলাদেশের নাগরিক নহেন কিংবা অন্য কোন দেশের নাগরিক নহেন এমন কোন ব্যক্তি।

(ছ) "শিশু" অর্থ আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই এমন কোন ব্যক্তি।

(জ) "শৃংখলাবিরোধী কর্মকান্ড" অর্থ শৃংখলা বিরোধী কিংবা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং অখন্ডতার বিরুদ্ধে কোন কর্মকান্ড এবং অন্যান্য আইনে সংজ্ঞায়িত শৃংখলাবিরোধী কর্মকান্ড ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঞ) "ট্রাভেল ডকিউমেন্ট" অর্থ এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত ও ইস্যুকৃত বলিয়া বিবেচিত কোন "ট্রাভেল ডকিউমেন্ট"।

০৩। বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্টঃ-

(১) কোন ব্যক্তি তার অনুকূলে ইস্যুকৃত বৈধ পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ব্যতিরেকে বাংলাদেশ হইতে বহির্গমন করিবে না বা বহির্গমনের চেষ্টা করিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি একই সাথে অননুমোদিতভাবে একাধিক বাংলাদেশী পাসপোর্ট ধারণ করিতে পারিবেন না।

০৪। পাসপোর্ট এবং ট্রাভেল ডকিউমেন্ট এর শ্রেণীসমূহঃ-

(১) এই আইনের অধীন নিম্নোক্ত শ্রেণীর পাসপোর্ট ইস্যু করা যাইবে।

(ক) সাধারণ পাসপোর্ট

(খ) অফিসিয়াল পাসপোর্ট

(গ) কূটনৈতিক পাসপোর্ট

(২) কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশে প্রবেশ কিংবা বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনের জন্য এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ইস্যু করা যাইবে।

০৫। পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট বৈশিষ্ট্য, রং, আকৃতি (Form) এবং শর্তঃ-

(১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি-দ্বারা সরকার পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট বৈশিষ্ট্য, রং, আকৃতি এবং কোন ব্যক্তিকে কী কী শর্তে এবং কোন শ্রেণীর পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ইস্যু করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি-দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী ছাড়াও পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমতি লইয়া কোন নতুন শর্ত সাপেক্ষে পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত পাসপোর্ট কিংবা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট সর্বদা বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

০৬। পাসপোর্টের জন্য আবেদন ও পাসপোর্ট ইস্যু ইত্যাদিঃ-

(১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি-দ্বারা নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত তথ্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি প্রদান করিয়া পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট জন্য পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদনকারী বিধি-দ্বারা আবশ্যকীয় দলিলাদি ও তথ্যাদি এবং পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিত অন্য কোন দলিল বা তথ্য সরবরাহ করিতে এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ও ছবি সংযুক্ত করিতে বাধ্য থাকিবে;

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধানপূর্বক (Inquiry) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে আবেদনকারীকে শর্তসাপেক্ষে বা বিনা শর্তে লিখিত আদেশ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক আদেশের মাধ্যমে পাসপোর্ট ইস্যু করিবে;

(৪) পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ, আবেদনকারীর বক্তব্য শুনিয়া লিখিত এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক আদেশে নাকচ করিবার কারণ উল্লেখ পূর্বক এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে তাহাকে পাসপোর্ট ইস্যু করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে;

০৭। কতিপয় দেশে ভ্রমণের জন্য ইস্যুকৃত পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট বৈধ না হওয়াঃ-

(১) সরকার এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট কোন দেশ ভ্রমন করিবার জন্য বা তাহার অভ্যন্তর দিয়া অন্য কোন দেশে গমন করিবার জন্য বৈধ থাকিবে না মর্মে গেজেটের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ জারী করিতে পারিবে, যদি উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রঃ

(ক) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বা বহিঃ আক্রমনে লিপ্ত হয় অথবা

(খ) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বা বহিঃ আক্রমন করিতেছে এমন অন্য কোনো দেশকে সহায়তা করিয়া থাকে অথবা

(গ) সশস্ত্র সংঘাত বা গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয় কিংবা কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা সংগঠনকে সহায়তা দিয়া থাকে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত প্রজ্ঞাপন জারী সত্ত্বেও সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এইরূপ ভ্রমণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে বিশেষভাবে অনুমোদন দিতে পারিবে।

০৮। পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট মেয়াদঃ-

(১) এই আইনের অধীন পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইস্যু, নবায়ন ও পুনঃ ইস্যু করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, জনস্বার্থে কোন পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট নির্ধারিত মেয়াদের কম মেয়াদের জন্য ইস্যু, নতুন মেয়াদে পুন: ইস্যু বা নবায়ন করা যাইবে;

(২) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট তাহাতে উল্লিখিত মেয়াদের জন্য বৈধ থাকিবে, যদি না তাহা মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে প্রত্যাহত বা রদ হইয়া থাকে।

০৯। পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট প্রদানে অস্বীকৃতিঃ-

(১) নিম্নলিখিত যে কোন কারনে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ইস্যু করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে:

(ক) যদি আবেদনকারী বাংলাদেশী নাগরিক না হন।

(খ) যদি আবেদকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বা শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকিবার বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত প্রমান থাকে।

(গ) যদি আবেদনকারী The Bangladesh Collaborators (Special Tribunal) Order (PO NO 8 of 1972)-এর অধীন দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হন।

(ঘ) যদি আবেদনকারী The International Crimes (Tribunals) Act 1973 (Act No XIX of 1973)-এর অধীন দন্ড প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হন।

(ঙ) যদি তাহার বিরুদ্ধে রুজুকৃত কোন ফৌজদারী মামলায় উপস্থিতি এড়াইবার জন্য অথবা তাহার কোন অপরাধের বিচার বা দন্ড এড়াইবার জন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হন।

(চ) যদি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন আদালত দেশ ত্যাগ না করিবার অথবা আবেদনকারী শিশু হইলে তাহাকে দেশের বাহিরে লইয়া না যাইবার আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

(ছ) যদি আবেদনকারী মানিলন্ডারিং, মানবপাচার কিংবা মুদ্রা, মাদকদ্রব্য বা অস্ত্র পাচারে অথবা অন্য কোন আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ব্যবসায় জড়িত রহিয়াছেন বলিয়া যুক্তিসঙ্গত প্রমান থাকে।

(জ) সরকার কর্তৃক কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা থাকে।

(২) নিম্নলিখিত যে কোন কারণ বিদ্যমান থাকিলে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তির প্রতি পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ইস্যু করিবে না,

(ক) যদি আবেদনকারী বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) যদি পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ বা সরকার কোন তদন্ত রিপোর্ট বা গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী বিদেশে যাইয়া বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং অখন্ডতার বিরুদ্ধে কোন কর্মকান্ডে জড়িত হইবে বা এইরূপ জড়িত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা বাংলাদেশ হইতে তাহার বহির্গমন অন্য কোনভাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হইবে;

(গ) যদি কোন বিদেশী রাষ্ট্রে আবেদনকারীর অবস্থানের কারণে সেই দেশের বা অন্য কোন দেশের সহিত বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে;

(ঘ) যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা সংগঠন কিংবা আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের সহিত জড়িত রহিয়াছেন।

১০। পাসপোর্ট ও ট্রাভেল ডকিউমেন্ট শর্ত (Endorcement) পরিবর্তনঃ-

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ স্বীয় কর্তৃত্বে বা আবেদনকারীর আবেদনক্রমে ইস্যুকৃত পাসপোর্ট ও ট্রাভেল ডকিউমেন্টের কোন পৃষ্ঠাঙ্কন পরিবর্তন বা বাতিল করিতে অথবা আরোপিত কোন শর্ত পরিবর্তন বা প্রতিস্থাপন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ কোন পাসপোর্টধারীকে বা ট্রাভেল ডকিউমেন্টধারীকে নোটিশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকুমেন্ট ফেরৎ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১১। পাসপোর্ট আটক (impounding) এবং প্রত্যাহার-

(১) পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পাসপোর্টধারী বা ট্রাভেল ডকিউমেন্টধারী ব্যক্তিকে কারন অবহিতপূর্বক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুনানি করিয়া কোন পাসপোর্ট প্রত্যাহার বা আটক করিতে বা করাইতে পারিবে, যদি-

(ক) কোন পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্টধারী বেআইনীভাবে সেই পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ধারণ করেন;

(খ) পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত পাসপোর্ট মৌলিক কোন তথ্য গোপন করিয়া অথবা মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পাসপোর্টধারীর উল্লিখিত পাসপোর্ট ছাড়া অন্য কোন পাসপোর্ট থাকিলে কর্তৃপক্ষ তাহাও একইভাবে আটক করিতে পারিবে।

(গ) সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, রাষ্ট্রীয় বা বাংলাদেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতার স্বার্থে উক্ত পাসপোর্ট আটক বা প্রত্যাহার করা আবশ্যক;

(ঘ) কোন পাসপোর্টধারী পাসপোর্ট গ্রহণ করিবার পর কোন গুরুতর অপরাধ বা নৈতিক স্খলন-জনিত অপরাধের কারণে কোন আদালত কর্তৃক অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন;

(ঙ) কোন আদালত উক্ত পাসপোর্ট প্রত্যাহার বা আটক করিবার সুপারিশ করেন অথবা উক্ত পাসপোর্টধারীকে দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন;

(চ) কোন পাসপোর্টধারী পাসপোর্টের কোন শর্ত ভঙ্গ করিয়া থাকেন অথবা পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও উক্ত পাসপোর্ট ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকৃতি জানান।

(২) সরকার কিংবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ জরুরী ক্ষেত্রে কোন পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য সাময়িকভাবে প্রত্যাহার বা আটক করিতে পারিবে।

(৩) কোন পাসপোর্টধারী স্বেচ্ছায় তাঁহার পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়া থাকিলে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত পাসপোর্ট প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের পক্ষে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত কারণসহ লিখিত সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি আবেদনকারীকে সরবরাহ করিবেন যদি না তাহাতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়া থাকে।

(৫) কোন ফৌজদারী আদালত কোন পাসপোর্টধারীকে দন্ড প্রদান করিলে দন্ড প্রদানের সময় তাহার পাসপোর্ট প্রত্যাহারের আদেশ দান করিতে পারিবে। ইহা ছাড়াও কোন ফৌজদারী আদালত কোন অভিযুক্তকে জামিন প্রদানের শর্ত হিসেবে সাময়িকভাবে তাহার পাসপোর্ট আটক করিতে পারিবে।

(৬) কোন পাসপোর্ট প্রত্যাহার করা হইলে, উক্ত পাসপোর্টধারী ব্যক্তি পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে প্রত্যাহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা নিকটতম থানায় উক্ত পাসপোর্ট সোপর্দ করিবেন।

১২। আপীলঃ-

(১) এই আইনের অধীন পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের জারীকৃত কোন আদেশে কিংবা গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ কিংবা গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে;

- তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবেনা; কিন্তু সরকার তাহার এই ধরনের আদেশ স্বীয় কর্তৃত্বে বা আবেদনকারীর আবেদনক্রমে পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে।

১৩। পাসপোর্ট সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ ও দন্ডঃ-

(১) কোনো ব্যক্তি যিনি,

(ক) ধারা ৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া বাংলাদেশ হইতে বহির্গমন কিংবা বহির্গমনের চেষ্টা করিয়াছেন অথবা

(খ) একই সাথে অননুমোদিতভাবে একাধিক পাসপোর্ট ধারণ করিয়াছেন অথবা

(গ) পাসপোর্ট পাইবার জন্য সজ্ঞানে (Knowingly) মিথ্যা তথ্য দিয়াছেন কিংবা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য গোপন করিয়াছেন কিংবা পাসপোর্টের আবেদনের সহিত জালকৃত বা অন্যের দলিল বা কাগজপত্র জমা দিয়াছেন অথবা

(ঘ) বেআইনীভাবে কোনো পাসপোর্টের বিবরণ বা ছবি বা তাহাতে সংযুক্ত কোন ভিসা বা তথ্যে পরিবর্তন, ষ্ট্যাম্পিং, ঘষামাজা বা হেরফের করিয়াছেন অথবা

(ঙ) অন্যের পাসপোর্ট ব্যবহার করিয়াছেন বা বেআইনীভাবে হেফাজতে রাখিয়াছেন কিংবা সজ্ঞানে (Knowingly) অন্যকে তাহার নিজের পাসপোর্ট ব্যবহার করিতে দিয়াছেন অথবা

(চ) সজ্ঞানে (Knowingly) কোন জালকৃত বা বেআইনীভাবে পরিবর্তনকৃত পাসপোর্ট অবৈধ উদ্দেশ্যে দখলে বা হেফাজতে রাখিয়াছেন

- তিনি অন্যূন এক বছর হইতে অনধিক দুই বছরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অনধিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তিঃ-

(ক) পাসপোর্ট পাচার করেন অর্থাৎ অন্যের বা নিজের পাসপোর্ট বাংলাদেশ হইতে অন্য দেশে পাচারের কিংবা কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার করিবার জন্য প্রেরণ করেন অথবা অন্য দেশ হইতে বাংলাদেশে আনয়ন করেন অথবা

(খ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কার্যে বা অপরাধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোন পাসপোর্টের অধিকারী হন বা সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে;

- তিনি অন্যূন দুই বৎসর হইতে অনধিক পাঁচ বছরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অনধিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতা করিলে কিংবা অপরাধ সংঘটনে চেষ্টা করিলে তিনি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডের সমপরিমান দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৪। এই আইনের আওতাধীন অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা ইত্যাদিঃ-

(১) এই আইনের ১৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) জামিন-যোগ্য (bailable) অপরাধ হইবে।

১৫। এই আইনের আওতাধীন অপরাধসমূহের বিচার এবং আপীলঃ-

(১) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অপরাধসমূহ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কিংবা ক্ষেত্রমত প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার কার্য হইবে এবং উক্ত বিচারের ক্ষেত্রে উক্ত কার্যবিধির অধ্যায় ২২ এ বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন বিচার-কার্য সমাপ্ত করিবার নির্ধারিত সময়সীমা হইবে সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবস;

- তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিস্পত্তি না হইলে তাহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময়সীমা অনধিক আরও ৬০ (ষাঁট) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি মহানগর দায়রা জজ বা ক্ষেত্রমত দায়রা জজের নিকট একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৩) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার অধীন মামলা বা অভিযোগ দায়ের, তদন্ত এবং অপরাধসমূহের বিচার-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১নং আইন) এবং প্রয়োজন হইলে দন্ডবিধি ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ, রায় বা দন্ডের বিরুদ্ধে আদেশ, রায় বা দন্ড প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহানগর দায়রা জজ বা ক্ষেত্রমত, দায়রা জজ আদালতে আপীল করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুসারে কোন আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে কিংবা আপীলের নির্ধারিত সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে The Limitation Act 1908 (Act No-V of 1908) প্রযোজ্য হইবে।

১৬। তল্লাসী ও জব্দ (seize) করিবার ক্ষমতা ঃ-

(১) উপ পরিদর্শকের নিম্ন মর্যাদার নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যে কোন স্থান তল্লাশী করিয়া যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট জব্দ করিতে পারিবেন, যদি সেই ব্যক্তি এই আইনের অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাহার যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ হয়;

(২) এই আইনের ৩ ধারা কিংবা বহির্গমন সংক্রান্ত অন্য কোন প্রচলিত আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া কেহ বহির্গমনের চেষ্টা করিলে উপ-পরিদর্শকের নিম্ন পদ-মর্যাদার নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে কোন নৌ, জাহাজ, বিমান বা অন্য কোন বাহন হইতে নামাইয়া আনিতে পারিবেন এবং তাহার পাসপোর্ট জব্দ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা উপ–ধারা (২) এর অধীন জব্দকৃত পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে যদি ইতোমধ্যে তাহা উপযুক্ত আদালতের নিকট উপস্থাপন না করা হইয়া থাকে।

১৭। বিদেশী নাগরিকের প্রতি পাসপোর্ট ইস্যু ঃ- এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থে সমীচীন মনে করিলে কিংবা অন্য কোন প্রচলিত আইনের বিধান বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে, কোন বিদেশী নাগরিক বা রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ঃ-

(১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর থাকিবে, যাহা একজন মহাপরিচালক এবং সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং এই আইন ও অন্যান্য আইন কর্তৃক তাহার উপর ন্যস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

(২) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাহার অধীনস্থ কর্তৃপক্ষসমূহের কার্যাবলীসহ পাসপোর্ট, ভিসা ও ট্রাভেল ডকিউমেন্ট সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

১৯। ক্ষমতা অর্পণ এবং অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা ঃ-

(১) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি মোতাবেক কোন ক্ষমতা বা কার্য উক্ত বিধিতে নির্দিষ্টকৃত ক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে প্রয়োগ বা পালন করিবার জন্য যে-সকল দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস নাই সেই সকল দেশে সরকারের নিযুক্ত কোন বিদেশী কনস্যুলার বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা (ambiguity) বা অসুবিধা (difficulty) দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা বা অসুবিধার অপসারণ করিতে পারিবে।

২০। পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণঃ- এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা সরকার পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট এর কি কি তথ্য কোন মেয়াদে কি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হইবে এবং উহা কাহাকে কাহাকে কোন পদ্ধতিতে কত ফিসের মাধ্যমে সরবরাহ করা যাইবে উহা নির্ধারণ করিবে।

২১। এই আইনের বিধানাবলীর অন্যান্য আইনের অতিরিক্ত পরিপূরক হওয়া অস্পষ্টতা দূরীকরণ ইত্যাদি ঃ-

(১) এই আইনের বিধানাবলী পাসপোর্ট, বহির্গমন, ইমিগ্রেশন, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় এবং বিদেশী নাগরিক নিয়ন্ত্রন বিষয়ক আপাত বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীর পরিপূরক হইবে এবং তাহাদের ব্যত্যয়ে ব্যবহৃত হইবে না।

২২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মের রক্ষণ ঃ- এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য সরকার কিংবা কোন সরকারি কর্মচারীর (Public servant) বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ-

(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে।

(২) উপরে বর্ণিত ক্ষমতাসমূহের সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া এইরূপ বিধি-দ্বারা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান করা যাইবে;

(ক) পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিয়োগ, এখতিয়ার, নিয়ন্ত্রণ এবং দায়িত্ব;

(খ) বিভিন্ন শ্রেণীর পাসপোর্ট ও ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ইস্যু, নবায়ন বা পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট বা কোন এন্ডোর্সমেন্ট যাচাইপূর্বক প্রত্যয়ন কিংবা তাহাতে কোন পৃষ্ঠাঙ্কন করিবার শর্তাবলী, সময়সীমা ও পদ্ধতি নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্রের ছক, আবেদনপত্রে প্রদেয় বিবরণ ও অন্যান্য বিষয়াদি;

(গ) পাসপোর্ট ও ট্রাভেল ডকিউমেন্ট কোন মেয়াদে ইস্যু বা নবায়ন করা হইবে তাহা এবং ইহার বৈধতার বা কার্যকারিতার মেয়াদ এবং নবায়ন করিবার সময়-সীমা;

(ঘ) পাসপোর্ট ও ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ইস্যু, নবায়ন, পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট বা কোন এন্ডোর্সমেন্ট যাচাই বা যাচাইপূর্বক প্রত্যয়ন অথবা পাসপোর্ট ও ট্রাভেল ডকিউমেন্ট কোন পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য প্রদেয় ফি এবং এই আইনের অধীন আপীল এর ফি নির্ধারণ;

(ঙ) ধারা ১২ এর অধীন আপীল কর্তৃপক্ষের নিয়োগ, ইহার এখতিয়ার এবং কর্মপন্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ;

(চ) পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট হারানো যাওয়া বা নষ্ট হইবার ক্ষেত্রে Duplicate বা পূর্ণ মেয়াদী অবিকল পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট ইস্যুসহ এই আইনের অধীন প্রদেয় অন্যান্য সেবাসমূহ এবং সেইসব সেবার ফি নির্ধারণ;

(ছ) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়;

(জ) শিশুদের কল্যান এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়;

(ঝ) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আবশ্যক আনুষাঙ্গিক অন্য কোন বিষয়;

২৪। <u>রহিতকরণ, হেফাজত ও বরাত ঃ-</u>

(১) এতদ্দ্বারা The Bangladesh Passport Order, 1973 (President's Order No-9 of 1973) এবং (The Passport (Offences) Act, 1952 (Act No. LVI of 1952) রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত আইনসমূহের অধীন ইস্যুকৃত কোন পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকিউমেন্ট, জারীকৃত আদেশ, প্রদানকৃত নির্দেশনা বা কৃত কোন কাজ-কর্ম বা দায়েরকৃত মামলা এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে এই আইনের আওতায় ইস্যুকৃত, প্রণীত, জারীকৃত, গৃহীত, কৃত বা দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান থাকিবে।

(৩) অন্য কোন আইনে The Bangladesh Passport Order, 1973 (President's Order No-9 of 1973) এবং (The Passport (Offences) Act, 1952 (Act No. LVI of 1952) এর বরাত বা উল্লেখ থাকিলে তাহা এই আইনের বা ক্ষেত্রমত, ইহার সংশ্লিষ্ট অংশবিশেষের প্রতি বরাত বা উল্লেখ হিসাবে, যথাযথ সংযোজন সাপেক্ষে (adaptation) পঠিত হইবে।

২৫। <u>আইনের প্রাধান্যঃ-</u> এই আইন বলবৎ হইবার পর পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২৬। <u>আইনের ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ ঃ-</u> এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে;

- তবে শর্ত থাকে যে, মূল বাংলা পাঠ এবং ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।